

# বিপর্যয়ের ইতিহাস

ভূমিকা: কমিউনিটির অবস্থানভেদে কিছু বিপর্যয়ের ঝুঁকি অন্যান্য বিপর্যয়ের তুলনায় বেশি হয়। উদাহরণস্বরূপ, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দ্বীপে বসবাসকারীদের মেরুঅঞ্চলীয় তুষারঝড়ের জন্য প্রস্তুত হওয়ার প্রয়োজন নেই, তবে তাদের সুনামি বা জলোচ্ছ্বাসের ঝুঁকির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। বিপর্যয়ের ঝুঁকিগুলো বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, যেন আপনি বিপর্যয়ের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে পারেন, যার ফলে সেগুলোর প্রভাবকে দুর্যোগে পরিণত হওয়া থেকে বিরত রাখা যায়। অনেক এলাকায় যেহেতু নিয়মিতভাবে কিছু বিপর্যয় ঘটে থাকে সেহেতু সেগুলোর মোকাবেলা করার প্রস্তুতি সম্পর্কে স্থানীয়দের নিজস্ব জ্ঞান ও ধারণা থাকতে পারে। স্থানীয় দুর্যোগজনিত ঝুঁকির ব্যবস্থাপনার জন্য তাদের স্থানীয় জ্ঞান এবং প্রস্তুতির কৌশলগুলো খুঁজে বের করা এবং সেগুলোর চর্চা করা জরুরি।

## দুর্যোগের ঝুঁকি

## হ্রাসকরণ কার্যক্রম

### সময়

৩০ মিনিট - ১ ঘন্টা

### জটিলতা

সহজ

### সরঞ্জাম

পেন্সিল, কাগজ

#### ধাপ ১

- আপনার কমিউনিটি সম্পর্কে চিন্তা করুন। আপনি যেখানে থাকেন সেখানে কি নিয়মিত কোন বিপর্যয় ঘটে?

#### ধাপ ২

- আপনার এলাকায় কী কী ধরনের বিপর্যয় ঘটেছে সে সম্পর্কে আরও জানতে সেখানকার প্রবীণদের সাথে কথা বলুন। তাঁদের পরামর্শ লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য, অনুমতি নিয়ে আপনি তাঁদের কথা বলার সময় নোট করতে পারেন বা তাদের বলা গল্প রেকর্ড করতে পারেন। আপনার কমিউনিটিতে কীভাবে এই বিপর্যয়গুলোর জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়? কোনো বিপর্যয় কি দুর্যোগে পরিণত হয়েছে? যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে আপনার কমিউনিটির পক্ষ থেকে ঘটনার সময় কী কী সাড়া দান কার্যক্রম করা হয়েছিল এবং পরে পুনরুদ্ধারের জন্য কী কী করা হয়েছিল? তাঁরা বড় হওয়ার সময় সেখানে কী কী ধরনের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন? আপনার কমিউনিটিতে হওয়া তখনকার বিপর্যয়গুলোর চেয়ে এখনকার বিপর্যয়গুলো কি আলাদা? আপনার কমিউনিটির ইতিহাস সম্পর্কে আরও জানতে তাঁদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে প্রশ্ন করুন।

#### ধাপ ৩

- আপনি কীভাবে তাঁদের গল্প আপনার সমবয়সীদেরকে বা তরুণ প্রজন্মকে জানাতে পারবেন তা নিয়ে ভাবুন যেন আপনার কমিউনিটির প্রস্তুতি স্থানীয় ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে।

